

ড. জেমস. এম. ম্যাকফায়েল

১৮৮৯ সালে স্কটল্যান্ড থেকে ভারতবর্ষে আসেন। তিনি ছিলেন ডাক্তার এবং তাঁর কর্মস্থল ছিল বামদা। ডাক্তারির সূত্রে সাঁওতালদের সংস্পর্শে আসেন এবং ধীরে ধীরে সাঁওতালি ভাষাও শিখে ফেলেন। জানা যায়, তিনি খুব ভালো সাঁওতালি ভাষা বলতে পারতেন। ড. ম্যাকফায়েল বেশ কিছু সাঁওতালি গান রচনা করেন। তাঁর গান “সেরঞ্জ পুথি” (গানের বই)-তে পাওয়া যায়। ১৯২৯ সাল পর্যন্ত তিনি বামদায় কাজ করেন।

রেভারেন্ড পি. ও. বোডিং (Rev. P. O. Bodding) (১৮৬৫-১৯৩৮)

পুরো নাম পল ওলাফ বোডিং (Paul Olaf Bodding).

সাঁওতালি ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে বোডিং সাহেবের যা অবদান তা যুগ যুগ ধরে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আসলে যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাষা-সাহিত্যের উন্নয়নে অনেক গবেষক আবির্ভূত হন, যাদের গবেষণার ফলে ঐ ভাষাভাষী লোকদের প্রভূত উন্নতি হয়। রেভা. পি. ও. বোডিং-ও সাঁওতালি ভাষা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে এমনই এক গবেষক।

১৮৬৫ সালের ২ নভেম্বর নরওয়ের জজনমিক (Jojonmik) (মতান্তরে গজাডিক) নামক এক ছোট্ট শহরে পল ওলাফ বোডিং-এর জন্ম। পিতামাতার দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সন্তান বোডিং-এর বাল্যশিক্ষা শুরু হয় তাঁর পিতার কাছে। তাঁর পিতা বই-এর দোকানে কাজ করতেন ফলে ছোটবেলা থেকেই বোডিং নানা ধরনের বই পড়ার সুযোগ পেয়েছেন। শিকড়-বাকড় (কবিরাজী) সংক্রান্ত গ্রন্থ-ই তাঁকে বেশি আকৃষ্ট করত।

পড়াশুনা শেষ করার পর ইউরোপীয়ান মিশনারি স্ক্রফসরুডের পরামর্শ অনুযায়ী পি. ও. বোডিং এক ধর্মবাজক হিসেবে ১৮৯০ সালে ভারতে আসেন। কেউ কেউ মনে করেন ১৬ ডিসেম্বর আবার কারোর মতে ১৬ জানুয়ারি বিহারের সাঁওতাল পরগনায় আসেন। তাঁর কর্মস্থল ছিল বেনাগাড়িয়া।

বেনাগাড়িয়া সানতাল মিশনের পক্ষ থেকে সাঁওতালদের মধ্যে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করতে গিয়ে অন্যান্য মিশনারিদের মতো তিনিও ভাষার অন্তরায় অনুভব করেন। তাই প্রথমেই তিনি সাঁওতালি ভাষা শিখে নেন। তাঁর উদ্যোগে বেনাগাড়িয়া মিশন প্রেস থেকে ‘হুডহপনরেন পেড়াহুড’ নামে সাঁওতালি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

পত্রিকার প্রারম্ভিক সম্পাদক ছিলেন রেভারেন্ড স্ক্রফসরুড। পত্রিকাটি ১৮৯০ থেকে ১৯০৪ সাল পর্যন্ত নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়।

বোডিং সাহেব শুরুর দিকটায় খ্রিস্টধর্মের সুসমাচার সাঁওতালিতে অনুবাদ করেন। তিনি বাইবেলের নতুন নিয়ম সাঁওতালি ভাষায় অনুবাদের কাজ শেষ করেন ১৯০৬ সালে এবং পুরাতন নিয়ম অনুবাদের কাজ শেষ করেন ১৯১৪ সালে। বাইবেলের অনুবাদ শেষ করার পর তিনি সাঁওতালি ভাষার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। তিনি

বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন, ঐই ভাষার জীবনীশক্তি অক্ষুণ্ণ। অপরদিকে এর মৌলিক সাহিত্য, এর শব্দ, বাক্য গঠন প্রক্রিয়া, ব্যাকরণ সব কিছুর মধ্যে বলিষ্ঠতার ছাপ রয়েছে। তাই ঐই ভাষার উন্নতিতে দীর্ঘ ৪৪ বছরেরও বেশি সময় ধরে ভারতে থেকে বিশেষভাবে গবেষণা করেন এবং বিভিন্ন জায়গা ঘুরে অনুসন্ধান করে, সংগ্রহ করে মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন ও পাণ্ডুলিপি তৈরি করেন। ঐ সমস্ত বই ও পাণ্ডুলিপি তিনি নরওয়েতে নিয়ে গিয়ে অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালার যত্ন সহকারে রাখেন সর্বকালের পড়াশুনা ও গবেষণার জন্য। বোডিং-এর সংগৃহীত ঐ সমস্ত পাণ্ডুলিপির মধ্যে আছে গান, ধাঁধা প্রায় আটশত প্রচলিত গল্প বা লোককাহিনি ও আরো বহু তথ্যের সত্তার।

পি. ও. বোডিং-এর সংগৃহীত পাণ্ডুলিপির অংশবিশেষ কলকাতার Santali Literary and Cultural Society-এর প্রচেষ্টায় ১৯৮৮ সালে ‘মাইক্রো ফিল্মস’ (Micro Films) আকারে তৈরি করে মোট ১৩ খণ্ডে অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালা থেকে কলকাতায় আনা হয়। ঐ মাইক্রো ফিল্মগুলো এশিয়াটিক সোসাইটি কলকাতা, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয় ও আনথ্রোপোলোজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া-এর কর্তৃপক্ষের কাছে দানস্বরূপ দেওয়া হয়, যাতে পরবর্তীকালে বিভিন্ন ভাষাভাষীর লোকেরা গবেষণার কাজে লাগাতে পারেন।

পি. ও. বোডিং-এর সবথেকে বড়ো কৃতিত্ব হচ্ছে সাঁওতালি ভাষায় তিরিশ হাজারেরও বেশি শব্দের পাঁচ খণ্ডের অভিধান তৈরি। এতেই সাঁওতালি ভাষার মেরুদণ্ড যে কতখানি মজবুত হয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। “A Santal Dictionary” নামের ঐই অভিধানটির ১ম ও ২য় খণ্ডই ভারতে থাকাকালীন প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। পাঁচ খণ্ডের বাকি খণ্ডগুলি নরওয়েতে গিয়ে প্রকাশ করেন। জানা যায়, ঐই অভিধান-লেখার ক্ষেত্রে বোডিং সাহেব স্ক্রফসরুড সাহেবের কাছ থেকে বড়ো ধরনের সাহায্য পেয়েছিলেন। অভিধানের ৩০ হাজার শব্দের মধ্যে তেরো হাজার শব্দ স্ক্রফসরুডের কাছ থেকে পেয়েছিলেন।

সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর বহু মানুষ বোডিং সাহেবকে পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ, অভিধান প্রণয়ন ইত্যাদি ব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন—সিদো মুরমু, বিরাম হাঁসদা, চুনু হাঁসদা, গোপীনাথ কিস্কু, বারিয়াড় কিস্কু আরও অনেকে। জানা যায়, সাঁওতাল মহিলাদের কাছ থেকেও বহু সাহায্য পেয়েছিলেন।

পি. ও. বোডিং ১৮৯০ সালে ভারতে এসে দীর্ঘ ৪৪ বছর ধরে সাঁওতালি ভাষা-সাহিত্যের উন্নতির জন্য অপরিসীম পরিশ্রম করে ১৯৩৪ সালে নরওয়েতে ফিরে যান। ওখান থেকে ডেনমার্ক-এ যান। ডেনমার্ক-এর ওডেনাস (Odenas) শহরে ১৯৩৮ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বোডিং সাহেবের গ্রন্থ তালিকা :

(১) কুকুলি পুথি (প্রথমূলক পুস্তক)—১৮৯৯

- (২) বাইবেল সাঁওতালি অনুবাদ (নতুন নিয়ম)—১৯০৬
 (৩) সেরেঞ পুথি (গানের বই)—১৯১২
 (৪) বাইবেল সাঁওতালি অনুবাদ (পুরাতন নিয়ম)—১৯১৪
 (৫) গীর্জা ধারা—১৯১৭
 (৬) হড় কাহ্নিকো (সাঁওতালি লোককথা)—১৯২৪
 (৭) .A Chapter of Santali Folk Lore—১৯২৪
 (৮) Santal Folktales—১ম খণ্ড—১৯২৫। ২য় খণ্ড—১৯২৯
 (৯) A Santal Dictionary —১ম খণ্ড—১৯৩২। ২য় খণ্ড—১৯৩৪
 ৩য় খণ্ড—১৯৩৫। ৪র্থ খণ্ড—১৯৩৫। ৫ম খণ্ড—১৯৩৬
 (১০) Materials for a Santali Grammer-I—১৯২২
 (১১) Materials for a Santali Grammer-II—১৯২৯
 (১২) A Santali Grammer for beginners—১৯২৯
 (১৩) Studies in Santal Medicine And Connected Folk Lore—
 Part-I Calcutta—১৯২৫
 Part-II Calcutta—১৯২৭
 Part-III Calcutta—১৯৪০
 (১৪) Traditional and Institutions of the Santals
 (A translation of Mare Hapram ko reak katha)—১৯৪২

রেভারেণ্ড সি. এইচ. বোমপাস (Rev. C. H. Bompass)

ইনিও খ্রিস্টধর্মাবলম্বী মিশনারি ছিলেন। ১৯০০ সালে ভারতবর্ষে আসেন। ঐ সালেরই ৩১ অক্টোবর সাঁওতাল পরগনার ডেপুটি কমিশনার পদে আসীন হন। ধর্মপ্রচারকালীন বোমপাস সাহেব সাঁওতালদের মধ্যে প্রচলিত গান, উপকথা, হেঁয়ালি, প্রবাদ-প্রবচন সংগ্রহ করে তা গ্রন্থকারে প্রকাশ করেন। “Folk Lore of the Santal Parganas”—নামক তাঁর এই গ্রন্থটি ১৯০৯ সালে প্রকাশিত হয়। এতে ১৮৫টি প্রচলিত গল্প রয়েছে। গল্পগুলি হয় অংশে ভাগ করা হয়েছে, যেমন—জন্তু-জানোয়ার বিষয়ক, মানুষ বিষয়ক, দেবদেবী বিষয়ক, সংস্কৃতি বিষয়ক—এ রকম। বোমপাস সাহেব ১৯০৬ সাল পর্যন্ত সাঁওতাল পরগনার ডেপুটি কমিশনার পদে আসীন ছিলেন।

রেভারেণ্ড আর. আর. রোজেনল্যান্ড (Rev. R. R. Rosenlend)

পুরো নাম রাসমুসনে রোজেনল্যান্ড। ১৮৮৯ সালের ১৫ মে ডেনমার্কের তাঁর জন্ম। এক মিশনারি রূপে ভারতবর্ষে আসেন ১৯১০ সালে। তাঁর কর্মস্থল ছিল বিহার রাজ্যের চন্দ্রপুরা, কায়রাবনী ও দুমকা মিশন। রেভা. রোজেনল্যান্ডকে মিশনের আদেশ অনুযায়ী সানতাল হাইস্কুলের শিক্ষক রূপে কাজ করতে হয়। শিক্ষকতার কাজ করতে গিয়ে সাঁওতালি ভাষা শেখার প্রয়োজন অনুভব করেন। শিখতে গিয়ে শব্দগত,

